প্রথম আলো

12 MAR 2015

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

জরুরি বিভাগের সামনের রাস্তা আবার বেদখল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বন্ধ ফটকের সামনের রাস্তা আবারও বেদখল হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীর স্বজনেরা। রাস্তাটি বিভিন্ন ধরনের দোকান, রিকশা, অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের দখলে থাকায় হাসপাতালে জরুরিভাবে ঢোকাই দুরূহ হয়ে পড়েছে।

হাসপাতালের ওই ফটক দিয়ে ২৪ ঘণ্টাই চলাচল করেন রোগীর স্বজনেরা। রোগীর জন্য জরুরিভিত্তিতে ওষুধ, খাবারসহ অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে আসতে তাঁরা ফটকের পকেটগেট ব্যবহার করেন। কারণ, মূল ফটকটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ফটকটির সামনে বসানো হয়েছে বিভিন্ন প্লাস্টিকের সামগ্রী ও পান-বিড়ির দোকান। রিকশা-অটোরিকশার ভিড় থাকে সব সময়। ফটকের পশ্চিম পাশের মূল রাস্তা দখল করে বসানো হয়েছে স্ন্যাকস, রুটি, পান-বিড়ি, আখের রসসহ আটটি দোকান। রাস্তার দক্ষিণ পাশে বসেছে পাঁচটি ভাতের হোটেল, ১০ থেকে ১৫টি ফলমূল, স্ন্যাকস ও ক্রোকারিজের দোকান। আর হাসপাতালের সামনের পুরো রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাড়ায়চালিত মাইক্রোবাস।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, এসব দোকানপাট ও গাড়ির কারণে রোগীর স্বজনদের আসা-যাওয়া করতে ভোগান্তি হচ্ছে। এ সময় তালাইমারী এলাকার এক রোগীর স্বজন আকতার হোসেন জানান, জরুরি বিভাগের মতো একটি জায়গার মূল ফটক বন্ধ রেখে পকেটগেট খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দোকানপাটের কারণে বিপত্তি। গেটের কাছেই সিগারেটের দোকান। এ কারণে নারীদের নিয়ে এই গেট দিয়ে চলাচল করা কষ্টকর।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বন্ধ ফটকের সামনের রাস্তাজুড়ে দোকানপাটের সারি। ছবিটি সম্প্রতি তোলা ● প্রথম আলো

জানতে চাইলে একটি হোটেলের মালিক জানান, পুলিশ ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মাইক্রোবাস চালক বলেন, 'পুলিশ আমাদের কখনোই তুলে দেয়নি। আমরা এখানেই ছিলাম, এখানে থেকেই ব্যবসা করছি।'

হাসপাতালের সামনের সড়ক দখল নিয়ে গত বছরের ৪ অক্টোবর *প্রথম আলোয়* 'এবার সড়ক বিভাজক দখল' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর ২ ডিসেম্বর পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবৈধ দোকানপাটগুলো তুলে দেয়। কিন্তু কয়েক দিন পরই আবার শুরু হয় ফুটপাত ও সড়ক বিভাজন দখল।

দোকানপাটের কারণে মানুষের ভোগান্তির কথা স্বীকার করে নগরের রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, জায়গাটা পুলিশের নয়, তাই পুলিশ সেই জায়গায় দোকানপাট বসানোর কোনো অনুমতি দিতে পারে না। তাহলে দোকানগুলো বসল কীভাবে প্রশ্নে তিনি জানান, পুলিশ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে তারা দোকানপাট বসিয়েছে। শিগগির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসির উদ্দিন বলেন, 'জরুরি বিভাগের সামনের গেটটি আগের পরিচালকের সময় থেকেই আমি বন্ধ পেয়েছি। সামনের গেটটি খোলা থাকলে নাকি প্রচুর গাড়ি ভিড় করে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে গেটটি খোলা যায় কি না, তা দেখা হবে।' জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত অবৈধ দোকানগুলো তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক।